ভোরের কাগজ

তারিখ 30 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

রাবতে আবারো অবেধ শিক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা, সিলেকশন বোর্ড আজ বসছে

প্রার্থীরা গালিবসহ শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের আত্মীয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি : গত ৮ মাস নিয়োগ বন্ধ থাকার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো শুরু হচ্ছে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায়, আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা এবং অঞ্চল বিশেষের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শতাধিক শিক্ষক নিয়োগের এক নীলনকশা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে রাবি প্রশাসন। গত ৮ মাস ৫৪৪ কর্মচারীর বাধার মুখে শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনি প্রশাসন।

জানা গেছে, যেসব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সেসব বিভাগের অনেকগুলোতেই শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্লানিং কমিটির সুপারিশ নেই। অন্যদিকে যেসব বিভাগে জরুরি প্রয়োজনে দুএকজন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ আছে সেসব বিভাগে প্রয়োজনের দ্বিগুণ-তিনগুণ শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা চলছে। এসব নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় ও আত্মীয়তার সূত্রকে দেখা হচ্ছে। যেসব শিক্ষকের ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম

রাবতে আবারো অবেধ

● শেষের পাতার পর

পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়কে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি প্রফেসর এম নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার প্রফেসর আঃ সালাম, সামাজিকবিজ্ঞান ও কলা অনুষদের ডিনদ্বয়, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের নেতা ও আরবি বিভাগের সাবেক সভাপতি ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবসহ শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজন।

এদিকে মেধার পরিবর্তে শুধু অঞ্চলপ্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিবেচনা করে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত অনেক প্রার্থীকে বাদ দিয়ে শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরেই প্রথম শ্রেণী নেই বা একটি ১ম শ্রেণী আছে এমন প্রার্থীকে দর্শন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, নাট্যকলা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ফিশারিজ, অর্থনীতি, প্রাণিবিদ্যা, আরবি, চারুকলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত প্রায়। আজ থেকে সিলেকশন বোর্ড শুরু হবে বলে জানা গেছে।

এতো অধিকসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে অভিজ্ঞমহল মনে করছে এখানেও ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারী নিয়োগের ন্যায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কোনো নিয়োগ বাণিজ্য হতে যাচ্ছে কিনা। এদিকে তড়িঘড়ি করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের মধ্যেও দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও চাপা ক্ষোভ। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে ৫৪৪ কর্মচারী আবারো ক্যাম্পাস অশান্ত করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি স্বীকার করে বলেন, আগামীকাল (আজকে) দর্শন বিভাগে সিলেকশন বোর্ড বসার মধ্য দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে তিনি দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের বিষয়টিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।